সংবাদ

তারিখ 02 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা : কম্পিউটার শিক্ষার্থীদের কী হবে

লক্ষীপুর সদর উপজেলার চরশাহী ইউনিয়নের ইটখোলা গ্রামে অবস্থিত জনতা কলেজ। মফস্বলে একটি কলেজ পরিচালনা কতটা কঠিন, দুরূহ সংশ্লিষ্টরাই ভাল জানেন। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই কলেজটিকে একটি পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। বিগত বছরগুলোতে এ কলেজের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ছিল সন্তোষজনক।

মোজাম্মেল হক এ কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক। আমার কাছে জানতে চাইলেন, তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়কে গুরুত্ব না দেয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? এ প্রশ্নের ভেতর রহস্য আছে বুঝতে পারি। কারণ, তার জানা থাকার কথা সরকার তথ্যপ্রযুক্তির সম্প্রসারণে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এ ধরনের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য জানতে চাই। তাকে বিনীতভাবে বলি, আপনার উদ্দেশ্য শুনে বলা যাবে আপনি আসলে কি জানতে চাইছেন। মোজাম্মেল হক যা বললেন, তার সারমর্ম এই- তার কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয় খোলার জন্য তিনি সরকারের অনুমতি পাচ্ছেন না। তারা কম্পিউটার শিক্ষা বিষয় খুলেছেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয় খোলা হলে ওই বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কমপক্ষে ৫০ শিক্ষার্থীর প্রয়োজন হবে।

জনতা কলেজের প্রিন্সিপাল কম্পিউটার বিষয় খোলার অনুমতি চেয়ে শিক্ষাবোর্ডের কাছে আবেদন করেন। শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান পরিদর্শন রিপোর্টসহ শিক্ষা সচিবের কাছে চিঠি পাঠান। পরিদর্শন রিপোর্টটি ছিল ইতিবাচক। যেমন, প্রয়োজনীয় ল্যাব, কম্পিউটার, ছাত্র রয়েছে। একজন দক্ষ শিক্ষক আছেন।

মোজাম্মেল হক এ বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করছেন। মন্ত্রণালয় কম্পিউটার বিষয় খোলার অনুমতিদানের ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেছে। বলে দেয়া হয়েছে, ওপরের নির্দেশে কলেজে নতুন বিষয় খোলার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

মন্ত্রণালয়ের এহেন বক্তব্যের কারণ কেউ কেউ উচ্চ আদালতে রিট করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু মোজাম্মেল হক আইনি লড়াইয়ে যেতে চাচ্ছেন না। তিনি ভাবছেন যদি এতে তার ছাত্রদের ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়ে। আমি মোজাম্মেল হককে আশ্বস্ত করে বলেছি, পত্রিকায় প্রকাশিত হলে কম্পিউটার বিষয় খোলার ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। কারণ প্রধান উপদেষ্টা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদকে গুরুত্ব দেন।

শিক্ষাবোর্ডের নিয়মানুযায়ী কম্পিউটার শিক্ষা বিষয় খোলা হয়েছে। ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে ৫৯ ছাত্র এবং ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে ৫৩ জন ছাত্র ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কম্পিউটার শিক্ষা নিয়েছে। ২২ নভেম্বর ২০০৭ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কম্পিউটার শিক্ষা বিষয় খোলার অনুমতি দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় ওই শিক্ষার্থীরা চোখে অন্ধকার দেখছে। বিশেষ করে ২০০৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় অভিভাবকরাও হতাশ হয়ে পড়েছেন।

মনে হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গাছে তুলে দিয়ে মই ছেড়ে কেড়ে নেয়ার মতো কাজ করেছে। উন্নত বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের ১০০ ডলারের ল্যাপটপ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ল্যাপটপে উদ্ভাবিত এই বিশেষ ধরনের ল্যাপটপ তৈরির প্রতিযোগিতায় মেতেছে। আর আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। একটি কলেজ প্রয়োজনীয় শর্ত ফুলফিল করার পরও কম্পিউটার শিক্ষা বিষয় চালুর অনুমতি পাবে না। মফস্বল থেকে এসে বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এসে দৌড়াদৌড়ি করা, ধারণা দেয়া কতটা কষ্টসাধ্য তা কর্মকর্তাদের কে বোঝাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিষয়টি স্পষ্ট করা উচিত, কোন অপরাধে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয় খোলার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। মোজাম্মেল হক কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন না, ভাবছেন তার ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

গত ৪ মে সাভারের বাড়ইপাড়ায় সংবাদকর্মীদের এক কর্মশালায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা তপন চৌধুরী বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য সংবাদ পরিবেশনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা প্রত্যেকটি নিউজ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন এবং যে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সেখানে দ্রুত পাঠিয়ে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। আমি মোজাম্মেল হককে বলেছি, এ বিষয় প্রধান উপদেষ্টার গোচরে এলে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। কলেজ নয়, দেশের বেশ কিছু সংখ্যক কলেজ কম্পিউটার কোর্স খুলতে গিয়ে এ ধরনের সমস্যায় পড়েছে। অধিকার, যুক্তি নয়, অন্তত মানবিক দিক বিবেচনা করে হলেও প্রধান উপদেষ্টা ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবেন।

আবদুল মজিদ চৌধুরী
৫৫/ক পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০১৯১২২৪২০৮৪